DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

DEPARTMENT OF HISTORY

SEMESTER 3 TUTORIAL

Q. ধর্ম ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে আকবরের চিন্তাভাবনা

মুঘল সম্রাট আকবর সংক্রান্ত সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো তার ধর্মনীতি। সিংহাসন আরোহণের পর আকবর দেখেছিলেন যে, এদেশের কি সমাজ কি রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বত্রই ধর্ম যেন প্রধান চালিকাশক্তি রূপে সদা ক্রিয়াশীল। আর ধর্মকে কেন্দ্র করেই দেশবাসী বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এদেশের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও হিন্দুরা প্রশাসনে মুসলিমদের সমমর্যাদা পায়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে যে একটি স্থায়ী শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সম্ভাব নয়, আকবর তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেইসঙ্গে আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রশাসনে উলেমাদের অযৌক্তিক প্রভাব খর্ব করতে না পারলে সম্রাটের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তিনি উলেমাদের প্রভাব খর্ব করে এমন একটি ধর্মমত প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানকে মেলবন্ধন করে সার্বিক জনসমর্থনের ভিত্তিতে সম্রাটের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

আকবরের নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের বিভিন্ন কারণ সমূহ -

প্রথমত, ষোড়শ শতাব্দি ছিল সমগ্র বিশ্বজুড়ে ধর্মের ক্ষেত্রে সংশয় সন্দেহ ও অনুসন্ধিৎসার যুগ। আকবর ছিলেন সেই যুগের যুগোচিত মনোভাবের মূর্ত প্রতীক। ধর্মীয় গোড়ামীর ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মের প্রকৃত সত্য অনুধাবনে আকবর জীবনভোর চিন্তান্বিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা আকবরকে তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে সকল ধর্মের সত্য উপলব্ধি করতে এবং সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তনে অনুপ্রাণিত করেছিল।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক প্রভাব ও আকবরের ধর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। আকবর এমন এক পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এমন এক পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছিলেন যেখানে ধর্মীয় গোণামীর কোন প্রশ্নই ছিল না। বাবার ও হুমায়ুনের ধর্মীয় গোড়ামী ছিল না। পিতা হুমায়ুন ছিলেন সুন্নি, মাতা হামিদা বানু ছিলেন শিয়া এবং পারস্যের এক বিদ্বজ্জনের কন্যা, যিনি আকবর কে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। আকবর পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন অমরকোটের এক রাজপুত জায়গীরদারের ঘরে এবং অন্তত জীবনের প্রথম এক মাস সেখানে ছিলেন।

তৃতীয়, পিতৃবন্ধু ও অভিভাবক উদারমনা বৈরাম খাঁর স্নেহছায়ায় আকবরের বাল্যকাল কেটেছে। বৈরাম খা আব্দুল লতিফের মত একজন পন্ডিতকে আকবরের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি আকবরকে বৈশ্বিক সহিষ্ণুতার বানি শিখিয়েছিলেন এবং শিষ্য আকবর তা জীবনে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

চতুর্থত, উদারমনা শেখ মোবারকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং তার দুই পুত্র ফৈজি ও আবুল ফজলের বন্ধুত্ব এবং ধর্মীয় যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আকবরকে গোঁড়ামিভুক্ত ও সহিষ্ণুতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পঞ্চমত, ফতেপুর সিক্রির ইবাদত খানায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জ্ঞানীজনের সঙ্গে ধর্মালোচনা আকবরকে সর্বধর্ম সমন্বয়ে একটি নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

ষষ্ঠত, পারস্যের মরমীয়া সুফিবাদ এবং ভারতের অভ্যন্তরে ভক্তি আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়েছিল সম্রাটের উপর।

সপ্তমত, সর্বোপরি, ধর্মের সারবস্তু উপলব্ধির প্রয়াস ছাড়াও সম্রাটের রাজনীতিবোধ তার ধর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। পার্সিভ্যাল স্পিয়ার, জন রিচার্ডস প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, আকবরের সমন্বয়বাদী ধর্মচিন্তার পিছনে তার ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসা ছাড়াও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল । বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত বিশাল ভারতবর্ষের যে ঐক্যবদ্ধ রূপ আকবরের চিন্তাভাবনায় ছিল, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি তার ধর্মীয় নীতিকে নমনীয় করে তুলেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় হানাহানির ঊর্ধ্বে উঠে, উলেমাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির থেকে মুক্ত হয়ে, একটি সুষ্ঠ প্রশাসনের মাধ্যমে তিনি একটি শক্তিশালী জাতীয় সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতি বলা যায় তার ধর্মনীতি বা দিন-ই - ইলাহী।

প্রথম পর্যায় (১৫৬০ - ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

আবুল ফজল ও বদাউনির লেখা থেকে জানা যায় যে, বাল্যকাল থেকেই আকবরের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে তীব্র আকাঙ্খা ছিল । মাঝেমধ্যেই তিনি আধ্যাত্মিক ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন । আবুল ফজল লিখেছেন, মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে মানকোটের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হঠাৎ আকবর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় যুদ্ধ শিবির ছেড়ে চলে যান এবং অনতিদূরে নির্জনে ধানস্থ হয়ে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন। আধ্যাত্মিক উদারতার ফলেই আকবর ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর থেকে কর তুলে দিয়েছিলেন এবং ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে জিজিয়া কর রদ করেছিলেন।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবর একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত ইসলামী রীতিনীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। বাতাউনি লিখেছেন, এই সময় আকবর দৈনিক পাঁচওয়াক্ত বা পাঁচবার নামাজ পড়তেন, একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত প্রত্যেক দিন সকালে অর্থ ও সম্পদ, রাজ্য এবং সর্বময় কর্তৃত্বের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। মুসলিম সাধু-সন্তদের সহচর্য কামনা করতেন এবং আজমীরে মইনুদ্দিন চিশতির সমাধিস্থলে প্রত্যেক বছর তীর্থযাত্রায় যেতেন। অর্থাৎ এই পর্বে আকবর একজন উদারমনা নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবেই জীবন যাপন করতেন।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ)

এই পর্যায়ে টি হল আকবরের ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা বৈশ্বিক সহিষ্ণুতার উত্তরণের কাল । শেখ মুবারক এবং তার পুত্রদ্বয় ফৈজি ও আবুল ফজলের সান্নিধ্যলব্ধ উদার মানসিকতা, সুফিবাদ ও ভক্তিবাদের 'আত্মা অবিনশ্বর এবং পরমাত্মার অংশবিশেষ' প্রভৃতি আদর্শ আকবরের মনে সত্যানুসন্ধানের যে গভীর আকুতি সৃষ্টি করেছিল, সেই আকুতি থেকেই তিনি সর্ব ধর্মের সারাৎসার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদে 'ইবাদৎখানা' নামক উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইবাদৎখানায় ধর্মালোচনার জন্য প্রথমে ইসলামীয় শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রত্যেক শুক্রবার সন্ধ্যায় ধর্মালোচনায় শেখ, সৈয়দ, উলেমা এবং অভিজাত এই চার শ্রেণীর মুসলিম ধর্মগুরুরা অংশগ্রহণ করতেন । ধর্মালোচনার এমন উদ্যোগ বিশ্বে প্রথম বলা চলে ।

কিন্তু সুন্নী পন্ডিতরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে শিয়া সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাদের আলোচনা কদর্য বিদ্বেষ, গোঁড়ামি এবং ব্যাক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত হয়েছিল। বদাউনি লিখেছেন, 'তথাকথিত ধর্ম বিশেষজ্ঞরা ইবাদত খানায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের মূলেই কুঠারাঘাত করেছিলেন ।' মুসলিম ধর্ম গুরুদের এরূপ ধর্মীয় সংকীর্ণতায় ব্যথিত হয়ে আকবর কিছুদিনের জন্য ইবাদতখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন । এরপর আকবর উপলব্ধি করলেন, এবার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আলোচনায় ডেকে ধর্মের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করতে হবে এবং ধর্ম সম্পর্কে

একটা ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে যাতে সার্বিক জনসমর্থনে সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয় এবং নিজের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়
।

আকবর ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে আবার ইবাদত খানা উন্মুক্ত করে শিয়া, সুন্নি, ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ খ্রিস্টান, পারসিক প্রভৃতি সকল ধর্মমতের পন্ডিতদের ধর্মালোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন । এই সময় ইবাদতখানা না উপাসনা গৃহ থেকে বৈশ্বিক ধর্মসংসদে পরিণত হয়েছিল । ইবাদত খানায় আমন্ত্রিত পণ্ডিতদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের পুরুষোত্তম, জৈন ধর্মের হরি বিজয় সুরী ও বিজয়সেন সুরি, ভানু চন্দ্র উপাধ্যায়, খ্রিস্টান ধর্মের জেসুইট পাদ্রী ফাদার একোয়া ভাইভা, ফাদার এন্টনি, মনসারেট প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ।

১৫৮১- ৮২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যার নামে অহেতুক পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগারের জন্য আকবর ইবাদতখানায় ধর্মীয় বিতর্ক বন্ধ করে দেন । এরপর আকবর বিভিন্ন পন্ডিতদের ডেকে এনে ধর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে নিজের কৌতূহল নিবৃত্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে ইবাদত খানার ধর্মীয় আলোচনা শুনে আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোন ধর্ম এমনকি ইসলামও একমাত্র সত্য বলে দাবি করতে পারেনা । আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, আচরণ অনুষ্ঠানের পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মের মূল কথা এক ।

এই পর্যায়ে আকবরের আচার -ব্যবহারে পরিবর্তন দেখে তার উপর যে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব পড়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না । হিন্দু দর্শনের প্রভাবে জন্মান্তরবাদে তার বিশ্বাস হয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে অহিংস নীতির প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় তিনি মাংস খাওয়া ত্যাগ করছেন । এর কিছুদিন পরে ঝিলাম নদীর তীরস্ত ৫০ মাইল অঞ্চলের মধ্যেকার যেসব পশু-পাখিকে শিকারের জন্য ঘিরে ফেলা হয়েছিল, সেগুলিকে তিনি মুক্তি দিলেন । পশু শিকার করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কপালে তিলক কেটে মাথায় পাগড়ী পড়ে রাজ দরবারে আসতে শুরু করলেন । এমনকি জরাথ্রুষ্টীয় প্রভাবে সূর্য এবং অগ্নির উপাসনা শুরু করলেন । আকবরের ব্যবহারিক জীবনের এরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল ১৫৭৮ - ৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে । আকবরের এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উলেমারা ইসলাম বিরোধী এমন কি বিধর্মী বলে আকবরকে আখ্যায়িত করেছিলেন।

আকবর উলামাদের প্রভাব খর্ব করার জন্য এবং নিজে সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য দুটি দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ।

প্রথমত, ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে আকবর ফতেপুর সিক্রির মসজিদের প্রধান ইমামকে অপসৃত করে তিনি স্বয়ং উপাসনা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং নিজের নামে ফৈজি রচিত খুৎবা পাঠ করেছিলেন ।

দ্বিতীয়ত, আকবরের দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'মহজর ঘোষণা' ।

'মহজর ঘোষণা'

এই ঘোষণাপত্রে আকবরকে ন্যায়পরায়ণ সম্রাট রূপে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং উলেমাদের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে সম্রাটকে চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। মহজরনামা ঘোষণার দ্বারা আকবর পার্থিব অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন । প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতের ইসলাম ধর্মের রক্ষকের স্থান গ্রহণ করেছিলেন । মহজার নামা ঘোষণার দ্বারা আকবর উলামাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করতে চেয়েছিলেন এবং নিজের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । তাই বলা যায়, মহজরনামা ঘোষণা আকবরের সম্রাজ্যের রাজকীয় আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

ডক্টর আর পি ত্রিপাঠি লিখেছেন, তদনিন্তন পরিস্থিতিতে সম্রাটের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমন একটি ঘোষণাপত্রের প্রয়োজন ছিল। শিয়া-সুন্নি দের মধ্যে ধর্মীয় সংঘাত, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং গোড়াঁ মুসলিম -অমুসলিমদের বিবাদে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। আকবর মহজরনামা ঘোষণার দ্বারা ধর্মীয় সংঘাত দূর করে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। মহজর ঘোষণার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হল - তুরস্কের খলিফা এবং পারস্যের সাফাভি বংশীয় শাসকরা এতদিন মুঘল বংশের উপর প্রভাব বিস্তারে চেষ্টা করতেন । আকবর মহজর ঘোষণার দ্বারা ভারতে ঐ দুই কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন ।

ডক্টর স্মিথ মহজরকে অভ্রান্ত ঘোষণা 'infallibility decree' বলে আখ্যায়িত করেছেন । অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের কাছে রোমের প্রোপের আদেশ যেমন অভ্রান্ত এবং অবশ্যপালনীয়, তেমনি আকবরও ধর্ম ব্যাপারে সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার ঘোষণা করেছিলেন। স্মিথের মতে, আকবর ইসলাম ধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন এবং ধর্মের উপর নিজের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য তিনি এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তার মতে এই ঘোষণার দ্বারা আকবর একই সঙ্গে পোপ ও সম্রাটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন।

উলসলি হেইগ স্মিথের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন । সেই সঙ্গে হেইগ আরও এক ধাপ এগিয়ে লিখেছেন যে মহজর ঘোষণা করে একবার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, আকবর উলেমাদের প্রভাব খর্ব করার জন্যই মহজর ঘোষণা করেছিলেন । তবে মহজর ঘোষণার আগে বা পরে কখনোই আকবার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেননি। আকবরের আজমীর শরীফের তীর্থযাত্রা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন মুসলমানকে মক্কায় তীর্থ করতে পাঠানো, বাগদাদের খলিফার সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক ইত্যাদি উল্লেখ করে ডক্টর মাখনলাল চৌধুরী বলেছেন যে, আকবর কখনই ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেননি। ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ যেমন 'act of supremacy' দ্বারা নিজেকে ইংল্যান্ডের চার্চের সর্বময় কর্ত্রীরূপে স্থাপন করেছিলেন, আকবর ও তেমনি মহজর দ্বারা মুসলিম ধর্মে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে কখনো নবীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি বা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে নেতৃত্ব দিতে চাননি।

ডক্টর এ এল শ্রীবাস্তব মহাজরকে অভ্রান্ত ঘোষনা বলে মনে করার পক্ষপাতি নন । তিনি বলেছেন যে, আকবর একাধারে পোপ ও সম্রাট হতে চাননি । এর দ্বারা তিনি গোঁড়া উলেমাদের সংকীর্ণতাকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন । একতিদার আলম লিখেছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আকবর মহজর ঘোষণা করেছিলেন। আসলে এই ঘোষণার দ্বারা আকবর তার স্বৈরতন্ত্রের একটি আইনগত ভিত্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন। মহজর হল উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল বংশের নিরাপত্তা ও ভারতের শান্তি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ।

Lakshman Ch. Mondal

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.-D. Barasat, P.S.-Jaynagar
Dist-24 Pgs. (S) Pin-743372